জ্বালানি তেলের দাম কমলে দ্রুতই সমন্বয় করবে সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, বাংলাদেশ জ্বালানি তেল আমদানিনির্ভর দেশ। দেশের নিজস্বভাবে জ্বালানি তেল উৎপাদন নেই। বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করতে হয়। বর্তমানে তেল আমদানির উৎসগুলোতে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করায় সারা বিশ্ব এর কুফল ভোগ করছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে।

তিনি বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল কিনে আনতে হয়। সেখানে তেলের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবহন ব্যয় ও বীমার প্রিমিয়ামও বেড়েছে। মূল্য সমন্বয় না করে সরকার কতদিন থাকতে পারবে? সরকার ছয় মাস চেষ্টা করেছে। যখন বিকল্প সামনে বেশি ছিল না, তখনই সরকারকে কঠিন এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট দ্রুতই কেটে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দায়িত্বশীল রাষ্ট্রগুলোও বিষয়টি উপলব্ধি করেছে। সংকট কেটে গেলে জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল হবে। জ্বালানি তেলের দাম কমে এলে সরকারও দ্রুত দাম সমন্বয় করবে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইনশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক সরকারি কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় বিষয়ে মেহেরপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্তের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত আরও বলেন, বিগত সরকারের ক্ষোভ ছিল জনগণের প্রতি। জনগণের প্রতি তাদের রাগ ছিল বলেই তারা নির্বাচন হতে দিতে চায়নি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন হতে দেওয়া হয়নি, বিনা ভোটে নির্বাচন হয়েছে। ২০১৮ সালে দিনের ভোট রাতে করে নেওয়া হয়েছে। কারণ তারা জানত, জনগণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।

তিনি বলেন, জনগণ ভোট দিয়ে একটি সরকার নির্বাচিত করায় তাদের রাগ হয়েছে জনগণের ওপর। তারা মনে করছে, এতদিন জনগণকে ভোটের বাইরে রাখার পর বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণ আবার ভোট দিয়ে সরকার পরিবর্তন

করেছে। এ কারণেই তারা সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চায়, যাতে জনগণকে কষ্টে রাখা যায়। তাই আমাদের সবার উচিত জনগণের সেবায় কাজ করা। আমরা যারা জনপ্রতিনিধি হয়েছি বা রাজনীতি করি, তারাও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে আসছি।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। আরও বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, বিজিবির চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর এবং মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ডা. মো. সাজ্জাৎ হাসানসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।

গাংনীর ভাটপাড়া মোড়ে মোটরসাইকেলসহ আটক-২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া মোড় (কসবা) এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে পালানোর সময় প্রান্ত ও খাজা নামে দুজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তাদের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা এলাকায়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত আসছে…

মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা তৈরিতে

ব্যস্ত কারিগররা

বছর ঘুরে আবারও আসছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। উৎসবকে ঘিরে মেহেরপুরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। দিন-রাত পরিশ্রম করে প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা। কোথাও মাটির কাজ শেষ পর্যায়ে, আবার কোথাও চলছে প্রতিমায় রং ও সাজসজ্জার কাজ।

এ বছর ১৬ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে ২১ অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে। দেবীর বোধন ও চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হবে পূজার আনুষ্ঠানিকতা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রতিবছর ভক্তদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে আসেন দেবী দুর্গা। এবার দেবীর আগমন ঘোটকে এবং গমন নৌকায়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ঘোটকে আগমন কিছুটা অশুভ হলেও নৌকায় গমন শুভ লক্ষণের প্রতীক।

এবার মেহেরপুরের তিন উপজেলায় মোট ৪৪টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, গাংনী উপজেলায় ২১টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি মণ্ডপ রয়েছে।

মণ্ডপগুলোতে ইতোমধ্যে দেবী দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিকসহ বিভিন্ন প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। এখন প্রতিমাগুলোতে রং-তুলির আঁচড় ও সাজসজ্জার কাজ চলছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বলেন, দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। উৎসবকে ঘিরে তারা নতুন জামাকাপড় কেনা, নাচ-গানসহ নানা আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রতিবছরের মতো এবারও আনন্দঘন পরিবেশে দুর্গোৎসব উদযাপনের প্রত্যাশা তাদের।

মেহেরপুর পৌর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা বলেন, প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এখন রং ও সাজসজ্জার কাজ চলছে। দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।

কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক

সুভাষ রায় বলেন, প্রতিমাগুলোতে এখন রং করা হবে। দুর্গোৎসবের মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করবেন তারা।

মেহেরপুর শহরের কালীমন্দিরের পুরোহিত শ্রী তপন কুমার ব্যানার্জী বলেন, এবার দেবীর ঘোটকে আগমন ও নৌকায় গমন। নৌকায় গমনের সময় ফল-ফসল ও শস্যে বসুন্ধরা পূর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রয়েছে। আগমন শুভ না হলেও সবাই মিলে দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করবেন, যাতে সব অশুভ দূর হয়ে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে।

নায়েববাড়ি মন্দিরের পুরোহিত অধর চৈতন্য দাস বলেন, দুর্গোৎসবকে ঘিরে সবাই মিলে শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবেন। দেবীর আশীর্বাদে সমাজ থেকে সব অশুভ দূর হবে এমন প্রত্যাশা তাদের।

জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক শ্রী মাধব চন্দ্র ভাস্কর বলেন, প্রতিটি মন্দিরের প্রতিমা তৈরির প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন চলছে রং ও সাজসজ্জার কাজ। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করছেন। আশা করছি, প্রতিবারের মতো এবারও শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব উদযাপন করতে পারব।

মুজিবনগরে খুচরা সার সরবরাহের দাবিতে ইউএনও ও কৃষি কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি

মুজিবনগরে খুচরা পর্যায়ে বিক্রেতাদের সার সরবরাহের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন মুজিবনগর উপজেলা খুচরা সার ও বালাইনাশক ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে সমিতির উদ্যোগে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন মুজিবনগর উপজেলা খুচরা সার ও বালাইনাশক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সোহরাবদ্দীন, সহ-সভাপতি আবু সাঈদ ও সাধারণ সম্পাদক কলিমুদ্দিন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে স্মারকলিপি

দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা উপস্থিত হলেও ওই সময় তারা দুজনই অফিসে না থাকায় স্মারকলিপি দুটি উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, কৃষি অফিসে খুচরা সার বিক্রেতাদের তালিকা রয়েছে। তবে যারা আজ স্মারকলিপি দিয়েছেন, তারা ডিলারদের কাছ থেকে সার কিনে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করেন। তাঁর দাবি, এভাবে সার বিক্রি করা আইনগতভাবে অপরাধ।

এ সময় খুচরা সার ও বালাইনাশক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সোহরাবদ্দীন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামকে বলেন, খুচরা পর্যায়ে সার বিক্রির সুযোগ না দেওয়া হলে তারা পুরো উপজেলার সার ও বালাইনাশকের দোকান বন্ধ করে দেবেন।

ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রূপায়ন দেব।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) তিনি মুজিবনগর উপজেলার রামনগরে অবস্থিত ব্র্যাকের এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. আসাদুজ্জামান।

পরিদর্শনকালে ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবিকাদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মাঠপর্যায়ে যক্ষ্মার চিকিৎসায় ডটস পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন ইউএনও রূপায়ন দেব। এ সময় প্রায় ২২ জন অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করেন।

এ ছাড়া ব্র্যাকের মাধ্যমে যক্ষ্মার ওষুধ সেবন করে সুস্থ জীবনযাপন করছেন এমন দুইজন রোগীর সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তাদের অন্যদের সচেতন করার পরামর্শ দেন।

ইউএনও রূপায়ন দেব বলেন, “এক নাগাড়ে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কারও কাশি থাকলে অবশ্যই যেন তারা কফ পরীক্ষা করান।” এ ছাড়া তিনি ডেঙ্গু বিষয়ে উপস্থিত সবাইকে সচেতন করেন।

ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যক্ষ্মা রোগী শনাক্তকরণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটিভিত্তিক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, রোগী শনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় সহায়তা, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ, ডটস প্রদান এবং চিকিৎসার ফলোআপ।

পরে ইউএনও ব্র্যাক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং মুজিবনগরে ব্র্যাক পরিচালিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে ভার্মি কম্পোস্ট উপকরণ প্রদান, মুরগি ও হাঁসের বাচ্চা প্রদান, গাছের চারা বিতরণ, চক্ষু ক্যাম্প এবং জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যাম্প আয়োজনের বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের মেহেরপুর জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, এরিয়া ম্যানেজার (দাবি) মো. মাসুদ, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) মো. সেলিম রেজা, ডিএম (টিবি কনট্রোল প্রোগ্রাম) অচিন্ত কুমার বোস, বিএম (দাবি) মো. মিজানুর রহমান, বিএম (বিসিইউপি) মো. আল আমিন, উপজেলা ম্যানেজার (টিবি কনট্রোল প্রোগ্রাম) বিচিত্র কুমার এবং শাখা হিসাব কর্মকর্তা মো. কামাল হোসেনসহ অন্যরা।

গাংনীতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও

চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের সোনালী বাংলা ক্লাবপাড়া থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৩সেপ্টেম্বর) সকালে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

জানা গেছে, চর গোয়াল গ্রামের সরদারপাড়ার সোনালী বাংলা ক্লাবের পাশে সাদবকের বড়ার দোকানের বেঞ্চের ওপর বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুটটি উদ্ধার করে।

চিরকুটে লেখা ছিল,“জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। সোহাগ, তোর সরদাররা এত নিমক হারাম। আতাহার হাবেলকে মারার জন্য রিফিউজিদের টাকা দিয়েছিলে। আতিয়ার, ইব্রাহিম, কিবরিয়া, মনি, শাহজাহান, হালিম মাস্টারকে মারার জন্য তোর সরদার বংশ ৮ লাখ টাকা দিয়েছে,এ কথা কি দেখিনা তো? বেইমান তোরা, তোদের অপেক্ষায় ছিলাম। টাকা যদি না দিস, শুনে রাখ, এটি একটি নমুনা মাত্র, খবর আছে। সত্য কথার শত্রু অনেক।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে।

মেহেরপুরের নতুন পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী

মেহেরপুর জেলার নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকার এআইজি আলী হায়দার চৌধুরী, বিপিএম। একই

সঙ্গে মেহেরপুরের বর্তমান পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়কে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) বদলি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকার এআইজি আলী হায়দার চৌধুরী, বিপিএমকে মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়কে সিআইডিতে বদলি করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব তৌছিফ আহমেদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ বদলির আদেশ দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে ৩ জন গুণী শিক্ষক নির্বাচিত

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে তিনজন গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচিত শিক্ষকেরা হলেন এস.এম. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম, কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আকতারুজ্জামান এবং কামদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাঃ মিনারুল ইসলাম।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন এবং প্রাথমিক (সাধারণ) বিদ্যালয় পর্যায়ে গুণী শিক্ষক নির্বাচন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে নির্বাচিত শিক্ষকদের তালিকা সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক প্রতিরোধে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান

মাদক প্রতিরোধে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারের বক্তারা।

মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় সিডিপি (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস) কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ‘মাদক প্রতিরোধে যুব সমাজের সম্পৃক্ততা’ শীর্ষক এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এডাব মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এডাবের সভাপতি আবুল কাসেম। প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর। এডাবের সদস্যসচিব জন প্রবঞ্জন বিশ্বাস সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন।

সেমিনারে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশেল আহমেদ, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, এডাবের বিভাগীয় সমন্বয়কারী রেজাউল করিম, সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আবু তালেব, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মইনুল হক বক্তব্য দেন।

প্রধান অতিথি বাবলু সূত্রধর বলেন, মাদক প্রতিরোধে প্রশাসনের পাশাপাশি যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। তরুণদের নিজেদের এলাকায় মাদকবিরোধী সচেতনতা তৈরিতে নেতৃত্ব দিতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রশাসন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশেল আহমেদ বলেন, মাদক প্রতিরোধে সচেতনতার পাশাপাশি মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তরুণদের সচেতন করতে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আরও

কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, মাদক প্রতিরোধে পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষ করে যুব সমাজ মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে অবস্থান নিলে এর বিস্তার রোধে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সেমিনারে মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন জোরদার, যুবকদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের গাংনী উপজেলা সভাপতি ওয়াজ্জেল হোসেন গ্রেপ্তার

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি ওয়াজ্জেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মঙ্গলবার যশোরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ওয়াজ্জেল হোসেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।